জিআর মামলা তদন্ত সংক্রান্তে করনীয় ও বর্জনীয়

০১। একই ভিকটিমের জখম সংক্রান্তে একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসা সংক্রান্ত ছাড়পত্র/এমসি থাকলে তন্মধ্যে প্রথম হাসপাতাল কর্তৃক এমসি প্রাপ্ত হলে এবং দ্বিতীয় হাসপাতালের এমসি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে প্রথম হাসপাতালের এমসি প্রাপ্ত সাপেক্ষে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা যাবে।

০২। সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করে সাক্ষীকে পড়ে শোনানোর পর সাক্ষীর মুচলেকা গ্রহণ করতে হবে। প্রতারণামূলক ভাবে সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ না করেই মুচলেকা গ্রহণ করলে অসদাচরণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

০৩। বাদী তার আরজিতে বর্ণিত/মানিত সাক্ষীদের দ্বারা যেহেতু তার আরজি বর্ণিত ঘটনা প্রমাণ করতে চান, তাই আরজি বর্ণিত/মানিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগী হতে হবে। তবে নিরপেক্ষ সাক্ষীদের বক্তব্য অবশ্যই রেকর্ড করতে হবে।

০৪। আলামত জব্দের ক্ষেত্রে সিআরপিসি ১০৩ ধারা মতে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তির সাক্ষ্য নিতে হবে। প্রতিটি জব্দ তালিকায় কমপক্ষে এরুপ একজন সাক্ষী থাকা বাঞ্চনীয়।

০৫। সাক্ষীর জবানবন্দির ক্ষেত্রে ৫ জন সাক্ষী থাকলে সবার জবানবন্দি আমরা একইরকম করে লিখি, কপি আর পেস্ট, কোন পরিবর্তন করিনা, সেটা বাস্তবে অসম্ভব, ৫ জন সাক্ষী কখনো হুবহু একই রকম কথা বলবে না। সাক্ষীদের জবানবন্দি ভালোভাবে সাক্ষীর বক্তব্য অনুযায়ী লিখতে হবে।

০৬। জিআর মামলার ক্ষেত্রে বাদী তার অভিযোগে যাহাই উল্লেখ করুক না কেন তদন্তকারী অফিসারকে সঠিক তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করে ঘটনার তারিখ, সময়, বাদীর মানিত সাক্ষী ও প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ সাক্ষীদের মৌখিক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করে সাক্ষীদের মুচলেকা গ্রহণ করতে হবে।

০৭। সাক্ষীর বিবৃতি লেখার সময় কোন স্থানে, কোন সময় এবং কোন তারিখে সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।

০৮। শোনা সাক্ষীকে যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। তবে যদি নিতেই হয় সেক্ষেত্রে শোনা সাক্ষী তার জবানবন্দীতে ঘটনার বিষয়ে কার নিকট থেকে, কখন, কি পরিস্থিতিতে, কি শুনেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে।

০৯। তদন্তকারী কর্মকর্তা অনেক সময় মামলার ভিকটিমদের সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক ভিকটিমকে সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে হবে। সাক্ষী জেলে থাকলে আদালতের অনুমতি নিয়ে তার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। সাক্ষী বিদেশ চলে গেলে আদালতের অনুমতি নিয়ে অন লাইনে তার বিবৃতি গ্রহণ করতে হবে।

১০। যে সকল অপরাধের জন্য স্পেশাল আইন করা আছে সেই সকল মামলাগুলোতে পেনাল কোড আইনে পুলিশ রিপোর্ট দাখিল না করাই উত্তম।

১১। প্রতিবেদনের ধার্য্য তারিখে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে না পারলে আবেদনের মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতে জানাতে হবে অথবা অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে হবে।

১২। আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকলে একই অপরাধে ভিন্ন ভিন্ন আইনের ধারায় প্রতিবেদন দাখিল করা যাবে না।

১৩। ফৌজদারী কার্যবিধি না লিখে সিআরপিসি লিখতে হবে।

১৪। কোন এজাহারনামীয় আসামিকে তদন্তে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু হিসেবে প্রাথমিকভাবে জানা গেলে তার জন্মসনদ/টিকা কার্ড/স্কুল সার্টিফিকেট সংগ্রহ পূর্বক বিজ্ঞ আদালতে উক্ত আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে শিশু হিসেবে ঘোষনা করে আদালতে আবেদন করতে হবে।

১৫। কোনো মামলায় আইনগত সমস্যা হলে পিপি'র মাধ্যমে বিজ্ঞ আদালতের নিকট মতামত নিয়ে তা সমাধান করতে হবে।

১৬। আদালতের অনুমতি নিয়ে চাঞ্চল্যকর হত্যা/ডাকাতি মামলার আসামীর বিদেশে পলায়ন রোধে এসএস(ইমিগ্রেশন) বরাবর চিঠি লিখতে হবে।

১৭। অপরাধ প্রমাণের ধারার সাথে তদন্তের বর্ণনার মিল আছে কিনা তা ভালোভাবে দেখতে হবে। যেমন- উপস্থিত থেকে হুকুম দিলে ১১৪ ধারা। অনুপস্থিত থেকে প্ররোচিত করলে ১০৯ ধারা। অন্যান্য সকল অপরাধীর ধারা তাদের সাথে যোগ করতে হবে।

১৮। হত্যা মামলায় মৃত ব্যক্তির সুরতহাল প্রতিবেদন এবং ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে গরমিল পরিলক্ষিত হলে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের উপর গুরুত্বারোপ করে সাক্ষীদের জবানবন্দীসহ উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৯। তদন্ত প্রতিবেদনে শুধু শাস্তির ধারা সংযোজন করতে হবে। সংজ্ঞার ধারা/উপধারা পরিহার করতে হবে।

২০। কোন মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইন মোতাবেক বা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় সীমা মেনে চলতে হবে। অন্যথায় আদালত বা ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি বিষয়ে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

২১। ভিকটিম উদ্ধারের ক্ষেত্রে মামলার সূত্রসহ ভিকটিম কখন, কোথা হতে, কার তত্ত্বাবধান থেকে, কি অবস্থায় উদ্ধার করা হলো সেগুলোর বিস্তারিত বিরবণ উপস্থাপন করতে হবে।

২২। পেনাল কোডের ৪৪৭/৪৪৮ ধারার ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে (যদি দখল নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়) দলিলপত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে।

২৩। ডকেটে দাখিলী কাগজপত্রের সূচি পৃষ্ঠা নম্বরসহ থাকতে হবে। যাতে বোঝা যায় তর্কিত কার্যধারায় পুরো নথিটি ডকেটে শামিল আছে।

২৪। দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পগুলো পর্যালোচনা করে সেই স্ট্যাম্পের সিরিয়াল নম্বরগুলো উল্লেখ করতে হবে।

২৫। জাল-জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলাগুলো অবশ্যই বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে হবে।

২৬। কোনো মামলায় স্থিরচিত্র বা ভিডিও ধারণ করলে উক্ত স্থিরচিত্র বা ভিডিও জব্দ করতে হবে এবং স্থিরচিত্র বা ভিডিও যিনি ধারন করেছেন তার সাক্ষ্য নিতে হবে।

২৭। ডিজিটাল রেকর্ডকে দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কোনভাবেই বস্তুগত সাক্ষ্য (Physical Evidence) হিসেবে বিবেচনা করা যাবেনা। ডিজিটাল সাক্ষ্য অবশ্যই মামলা তদন্তের মূল নথিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। থানা মালখানা/আদালতের মালখানায় PR/CMR নম্বর মূলে সংরক্ষণ করা যাবে না।

২৮। খুব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত বালাম বহি জব্দ না করার জন্য বলা হলো। কেননা এই বালাম বহিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরনো দিনের রেকর্ড থাকায় হস্তান্তর বা পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন কারণে রেকর্ড মিসিং/নষ্ট হলে তা রিকভারি করার সুযোগ থাকে না।

২৯। জমি দাতার স্বাক্ষর নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলে বিতর্কিত দলিল এবং প্রামান্য দলিল সংগ্রহ করে সিআইডি থেকে বিশেষজ্ঞ মতামত নিতে হবে।

৩০। একটি জমির দুইটি দলিল থাকলে তারিখ অনুযায়ী যেটি আগে সম্পাদন করা হয়েছে সেটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে।

৩১। প্রত্যেক ভূমি সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে জমির দখল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে অবশ্যই যৌক্তিক সময়ে জমির দখল কার অধীনে ছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

৩২। জমির মালিকানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বশেষ খাজনা খারিজ যার নামে সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

৩৩। কোন জমির মালিককে তার দখল থেকে দখলচ্যুত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হলে সরজমিনে স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বলতে হবে।

৩৪। যে ব্যক্তি জালিয়াতি করেনি কিন্তু শুধু জাল দলিলটি ব্যবহার করেছে তার বিরুদ্ধে দি পেনাল কোডের ৪৬৫/৪৬৭/ ৪৬৮/৪৬৯ ধারায় অভিযোগ আনা যাবেনা। তাকে শুধু দি পেনাল কোডের ৪৭১ ধারায় অভিযুক্ত করে পুলিশ রিপোর্ট দিতে হবে।

৩৫। তদন্তকারী কর্মকর্তা বাদী বা বিবাদীদের বিষয়ে কোন পক্ষপাতমূলক কিংবা বিদ্বেষপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করবেন না। যেমন- বাদী একজন লোভী, অসৎ চরিত্রের, বদমেজাজী ও মিথ্যাবাদী লোক কিংবা মামলাটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত যা বিবাদীদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত। এসকল শব্দ পরিহার করে, বলতে হবে তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ সকল অপরাধ/ ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। আর এসকল অপরাধ/ ঘটনা প্রমাণিত হয়নি। কোন ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে মন্তব্য করার প্রয়োজন হলে বলতে হবে, তাহার বা তাহাদের পিসি/পিআর যাচাই করে জানা যায় যে, তাহার স্বভাব চরিত্র ভালো/ভালো নয়। স্থানীয় ভাবে তদন্তে আরোও জানা যায় যে, ১ নং বিবাদী মাদক ব্যবসার সহিত জড়িত।

৩৬। বাদীর মানীত কোন সাক্ষীর জবানবন্দী কেন গ্রহণ করা হয়নি তা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করতে হবে। যেমনঃ নাম ঠিকানা সঠিক না থাকা, সাক্ষীকে বার বার নোটিশ করা সত্ত্বেও হাজির না হওয়া, সাক্ষীর বিদেশে অবস্থান করা, মারা যাওয়া, জেল খানায় আটক কিংবা অন্য মামলায় এজাহারভূক্ত আসামী হয়ে পলাতক ইত্যাদি সুস্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে। বাদীকে সাক্ষী হাজির করার জন্য বলা হয়ে থাকলে তা তারিখ ও সময় সহ উল্লেখ করতে হবে।

৩৭। যদি মামলা সংক্রান্তে কোন আলামত পাওয়া না যায় তাহলে 'মামলা সংক্রান্তে আলামত জব্দের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোন আলামত না থাকায় জব্দ করা সম্ভব হ'ল না। এমনকি মামলার বাদী অত্র মামলা সংক্রান্তে কোন আলামত উপস্থাপন করতে পারে নাই' লিখতে হবে।

৩৮। যদি কোন কারণে ঘটনাস্থলের ছবি তোলা না যায় তবে তা কেন সম্ভব হয়নি তা স্পষ্ট করতে হবে।

৩৯। বিশেষজ্ঞের মতামত না থাকলে সেটা বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্ট করতে হবে। যেমন- অত্র মামলা সংক্রান্তে বিশেষজ্ঞের কোন মতামত সংশ্লিষ্ট না থাকায় তা পর্যালোচনা করা সম্ভব হল না।

৪০। কে, কোন ধারায় অপরাধ করেছে তা প্রত্যেক বিবাদীর বিরুদ্ধে পৃথকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৪১। এজাহারে বর্ণিত কিংবা গ্রেফতারকৃত কোন আসামীকে বাদ দিতে হলে তার উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করতে হবে।

৪২। নমুনা সাক্ষ্যের স্মারকলিপির সফ্ট কপি ইউনিটের সকল সরকারী কম্পিউটারে ডাউনলোড করতে হবে এবং সকল পুলিশ পরিদর্শক, উপ- পরিদর্শক এবং সহকারী উপ-পুলিশ পরিদর্শক দিগকে সে মোতাবেক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে এবং অত্র নির্দেশনাবলী সংক্রান্তে সকলকে অবহিত করতে হবে।

৪৩। সাক্ষ্যের স্বারকলিপি'র প্রতি পাতায় তদন্তকারী কর্মকর্তা সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর এবং শেষ পাতায় পূর্ণাঙ্গ স্বাক্ষর দিবেন।

৪৪। পুলিশ সুপার/অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এমই সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অতিরিক্ত ডিআইজি/ডিআইজির মাধ্যমে অতিঃ আইজি পিবিআই বরাবর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করবেন।

৪৫। এমই অতিরিক্ত আইজি পিবিআই কর্তৃক অনুমোদিত হলে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ ০৭(সাত) দিনের মধ্যে অনুমোদিত এমই এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিএস/এফআর বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করতে হবে এবং ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট পিবিআই ইউনিটে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করবেন।

৪৬। এমই লিখার ক্ষেত্রে Sutonny MJ/Unicode font, font size 13 এবং Legal সাইজের কাগজ ব্যবহার করবেন। প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত অন্যান্য সকল ডকুমেন্ট তৈরিতেও Legal সাইজের কাগজ ব্যবহার করার জন্য বলা হ'ল।

৪৭। প্রতিবেদনের চতুর্দিকের মার্জিন নমুনা প্রতিবেদনের ন্যায় হতে হবে। অর্থাৎ বামে 1.2 ইঞ্চি, ডানে 1 ইঞ্চি, উপরে 1 ইঞ্চি, নিচে 1 ইঞ্চি জায়গা খালি রাখতে হবে। ইচ্ছে মতো পরিবর্তন করা যাবে না। এক্ষেত্রে জটিলতা এড়াতে নমুনা প্রতিবেদনটি ডাউনলোড করে উহাতে প্রতিবেদন তৈরী করতে বলা হ'ল।

৪৮। প্রতিবেদনের প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। প্রয়োজনে উভয় পৃষ্ঠায় প্রিন্ট দেওয়া যাবে।

৪৯। ডকেট এবং জুডিশিয়াল নথির পৃথক সূচিপত্র পিবিআই এর গাইডলাইন মোতাবেক প্রস্তুত করে দাখিল এবং একটি রিসিভড কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

৫০। এমই একটি বিভাগীয় গোপনীয় প্রতিবেদন। এমই দাখিল করে তা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত মামলা সংশ্লিষ্ট কাউকে বলা যাবে না। এ ধরণের তথ্য প্রদান অসদাচরণ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

৫১। নমুনা প্রতিবেদনের সফ্ট কপি ডাউনলোড করে সকল আইও, কম্পিউটার অপারেটর দিগকে সরবরাহ করতে হবে। নমুনা মোতাবেক মার্জিন, ফন্ট সাইজ, বিষয়বস্তু, সাবহেড সমূহ অপরিবর্তিত রাখতে হবে।

৫১। বিজ্ঞ আদালতে C/S বা F/R দাখিলের পর আদালত কর্তৃক প্রতিবেদন গৃহীত হলে ইউনিটের অফিসে এক কপি কেস ডকেট এবং সংশ্লিষ্ঠ সার্কেল অফিসে কপি কেস ডকেট প্রেরণ করতে হবে সংরক্ষণের জন্য। পিবিআই অফিসে রক্ষিত খতিয়ান রেজিষ্টার এবং ডিজিটাল খতিয়ান রেজিষ্টার C/S বা F/R সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্যের input দিতে হবে এবং মামলাটিতে রায় হওয়ার আগ পর্যন্ত মামলার বিষয়ের সর্বশেষ অবস্থা নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

৫২। মামলার রায় ঘোষিত হলে রায়ের কপি সংগ্রহ পূর্বক খতিয়ান হালনাগাদ করতে হবে।

মোঃ মোস্তফা কামাল
বিপি ৭০৯৫০৭০৮৪১
অ্যাডিশনাল আইজিপি
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।